রমিজ নীতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য

আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা:

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বলতে নিজের আত্মা বা পরমাত্মার পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে সঠিকভাবে চিনা বা জানা অথবা নিজ পরমাত্মার পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বা পরম মতবাদ সম্বন্ধে অবগত হওয়াকে বুঝায়। কিংবা নিজ আত্ম বা পরমাত্মার সঠিক পরিচয় বা বিশেষ পরিচয় লাভ করা, প্রকৃত জ্ঞানই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। তাহলে *প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা নিজকে নিজে চিনাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান।*

এখন আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা করতে হলে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের জ্ঞানী বা আত্মতত্ত্ব যিনি জানেন তাঁকে আগে চিনতে হবে।

লালন বলেছেন- ***"আত্মতত্ত্ব জানে যারা***
সাঈর নিগুঢ় লীলা দেখ্‌ছে তাঁরা"

যারা আত্মতত্ত্ব জানেন তাঁরা স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য এবং তাঁর সকল মারফতের গোপন ব্যাখ্যা অবগত আছেন।

গুরু রমিজের মতে আত্মতত্ত্ব যিনি জানেন তিনি একজন সদ্‌গুরুর সত্যের সন্ধানী হতে পারলেই সদ্‌গুরুর সন্ধান লাভ করা যেতে পারে। সদ্‌গুরু ও সত্যের সন্ধানকারীর পরিচয় ও ব্যাখ্যা এ পুস্তকে পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

সুতরাং সত্যের সন্ধানকারী হয়ে সদ্‌গুরু লাভ করতঃ তাঁর সাথে অহরহ বা সর্বদা সঙ্গ করে তাঁর ধ্যান, ধারণা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, কর্ম ও কর্মাচরণ গ্রহণ করতে হবে। তার কাছে নিজকে আত্মসমর্পণ করতঃ তার আদেশে তার কাছে লয় হয়ে যেতে হবে। আজীবন এ সাধনা অবিরাম চলতে থাকবে। ইহাই *আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধনা।*

গুরু রমিজের মতে এ সাধনায় যারা লিপ্ত এবং গুরুতে বিলীন হয়ে গেছেন তারা অবশ্যই মারফতের বা আধ্যাত্মিক স্তরের উচ্চস্তর অর্জন করতে পারেন। এ অবস্থায় তাদের মধ্যে স্রষ্টার তরফ হতে স্বপ্ন, এলহাম,দৈববাণী,ওহী ইত্যাদি আসতে থাকবে। ইহাদিগকে *আধ্যাত্মিক যোগ* বলা হয়।

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান সম্বন্ধে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"প্রকৃত জ্ঞান যিনি পেয়েছেন ভূমন্ডলে
তিনিই জীবন মুক্তি জানিও সকলে"

উপদেশ-০৭ (অলৌকিক সুধা)

এ পৃথিবীতে যিনি প্রকৃত জ্ঞান বা পরম জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনিই জীবন মুক্তি লাভ করেছেন। আর পরম জ্ঞান লাভ করতে হলে একজন পরমজ্ঞানী সদ্‌গুরু বা চেতন গুরুর প্রয়োজন। চৈতন্য গুরুর কৃপা ও তাঁর আদেশে অবিরাম আজীবন কর্ম করলে এবং তাঁর সাথে জ্ঞান চর্চা করলেই প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এবং জীবন মুক্তি লাভ করাও সম্ভব। আর এ *জীবন মুক্তি হলো আত্মার স্বভাব মুক্তি।* তা হলেই জন্মরোধ করা হলো। অর্থাৎ, আত্মা পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে আর আসতে

হবেনা। *জন্মচক্রকে সে জয় করে স্বাধীন হয়ে গেল। কোন কোন মতে আত্মার এ অবস্থাকে নির্বাণ বলা হয়।*

গুরু রমিজ আরো এক উপদেশে তাঁর ভাষায় নিজেই বলেছেন-

"দেখা দেখি কোন কাজ করিওনা আর
আত্মজ্ঞানে নিজকে চিন করিয়া বিচার"

উপদেশ-০৭ (স্বর্গের সুধা)

মানুষ প্রাচীনকাল হতেই একের কথা অন্যে দেখা দেখি বা কানে শুনে শুনে ধর্ম-কর্ম করতে অভ্যস্ত হয়ে আসছে। এ সমস্ত ধর্ম-কর্ম কতটুকু সত্য-মিথ্যা তার কোন বিচার বিবেচনা ছিলনা। অল্প পড়া মোল্লা-মৌলভী বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই যেভাবে যা বলতেন তা সেভাবেই মানুষ করতেন।

কিন্তু গুরু রমিজ আত্মজ্ঞান লাভ করতঃ বা আত্মজ্ঞান অর্জন করতঃ নিজকে নিজে চিনে লব্দ জ্ঞান খাটিয়ে সর্ব কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। আর আত্মজ্ঞান অর্জন করতে হলে একজন চৈতন্য বা চেতন গুরুর সঙ্গ করতে হবে। *চেতন গুরুর (সদ্‌গুরুর) আশীর্বাদ, কৃপা ও আদেশ পুষ্ট হয়ে সাধনার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব।*

গুরু রমিজ এ আত্মজ্ঞান দ্বারা নিজকে নিজে চিনার কথা বলেছেন। উল্লেখ্য যে, *নিজকে নিজে চিনলেই স্রষ্টাকে চেনা হলো।*

আরেক উপদেশে গুরু রমিজ তাঁর ভাষায় বলেন-

"মানুষের সঙ্গে যদি স্রষ্টার সংস্রব আছে,
জ্ঞানের আঁখি খুলিয়া দেখ পাবে নিজের কাছে"

উপদেশ-১১ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে গুরু রমিজ অধ্যাত্ম বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

মানুষের সঙ্গে স্রষ্টার এক নিবির সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্ক অনুভব করতে হলে মানুষের জ্ঞানের আঁখি খুলতে হবে। এ আঁখি বা চক্ষু হলো মানুষের অন্তরচক্ষু। উহাকে দিব্য চক্ষুও বলা হয়। এ চক্ষু অতীন্দ্রিয় জাত। *যার দিব্যজ্ঞান আছে তার দিব্য চক্ষুও আছে*। আর সদ্‌গুরুই দিব্যজ্ঞানের অধিকারী। দিব্যজ্ঞান হলো অলৌকিক জ্ঞান বা পরম জ্ঞান। সদ্‌গুরুর নিকট এ পরম জ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান অর্জন করে অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন দিব্যচক্ষু বা অন্তরচক্ষু দ্বারা স্রষ্টাকে নিজের অতি কাছে দেখতে পাওয়া যায়। রমিজ ইহার কথাই বলেছেন।

মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক অনুভব করতে হলে সদ্‌গুরুর (চৈতন্য গুরুর) নিকট হতে দিব্যজ্ঞান বা অলৌকিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। উপরোল্লিখিত বিষয়ের বিবরণ অনুযায়ী বুঝা যায় যে, চেতন গুরুর মাধ্যমে জ্ঞান সাধনা পূর্বক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞান অর্জন করার কারণ হলো নিজেকে জানা আবার স্রষ্টাকে চিনতে হলে নিজকে চিনতে হবে। অর্থাৎ নিজের আত্মপরিচয় নিজে জানতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্ব বিখ্যাত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের একটি "সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তি" (Aphorism) বা প্রবাদ (Proverb) আছে যে ''Know thyself'' "নিজেকে জানো"।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ঃ "প্রাচীনকাল থেকে সমকাল" নামক পুস্তক মোঃ শওকত হোসেন প্রণীত যার সপ্তম প্রকাশ জুন-২০০৯ এর পৃঃনং ৩০-এ যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, সক্রেটিস কাউকে জ্ঞানী হবার জন্য প্রাথমিকভাবে যে উপদেশ প্রদান করেন, তা হলো- নিজেকে জানো (Know thyself) তাঁর মতে, কোন্ ব্যক্তি কত বিষয় জানে কেবল তার ভিত্তিতে তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা চলে না। তাকে এ বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে যে, *তিনি কি কি জানেন না বা অনেক কিছুই তিনি জানেন না*।

সক্রেটিস বলেন-

"জগতের অসীম জ্ঞান ভান্ডারের তুলনায় আমি তেমন কিছুই জানি না"

সক্রেটিসের এই বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়, নিজের প্রকৃতি এবং অভাব-অপূর্ণতাকে জানা-ই হচ্ছে জ্ঞানের পথে অত্যাবশ্যক এবং গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। যে ব্যক্তি নিজেকে ভালো করে চিনেছেন সে ক্রমান্বয়ে অন্য মানুষকে এবং জগৎ-সংসারের অনেক বিষয় জানতে পারেন। জ্ঞানের ব্যাপকতা সম্পর্কে যার ধারণা নেই এমন ব্যক্তিই নিজেকে পর্যাপ্ত বা অনেক জ্ঞানী বলে দাবী করতে পারেন।

যিনি নিজেকে ভালো করে চিনেছেন তিনি বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধেও জানতে পারেন।

স্রষ্টাকে চিনা বা জানার জন্য সর্বপ্রথম পর্যায় হলো "জ্ঞান অর্জন করা"। ইসলাম ধর্ম মতে জ্ঞান অর্জন করার জন্য সুদূর চীন দেশে যাবারও উপদেশ দেয়া আছে।

পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে-

"উত্‌লুবুল ইল্‌মা ওয়া লাওকানা বিচ্‌চীন্‌"

অর্থ ঃ ***"তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ কর, প্রয়োজনে চীন্‌ দেশে গিয়ে"***

আর যিনি উক্ত জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছুক তাঁর সর্বাগ্রে নিজেকে জানতে হবে বা নিজেকে চিনতে হবে।

এ বিষয়ে পবিত্র হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে-

"মান্‌ আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ্‌ আরাফা রাব্বাহু"

অর্থ: "*যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুর পরিচয় পেয়েছে*"

গুরু রমিজ নিজেকে নিজে চেনার নিমিত্তে মহাজ্ঞানীর সঙ্গ করে জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে মহাজ্ঞান দ্বারা নিজেকে ভেজালমুক্ত ও আত্মশাসন করতঃ জ্ঞানের সেবক হওয়ার জন্য ভক্তদেরকে ডাক দিয়েছেন।

তাঁর ভাষায়-

জাগরে এবার মেলরে আঁখি
বলেরে হুংকারে কর্ণ কুহরে দিন নাই বাকী।

(২) বিজয়ী হও তুমি আত্মশাসনে, দূর কর ভেজাল মহাজ্ঞানে
জ্ঞানের সেবক হও ভূবনে, ছেড়ে দেও ফাঁকি।

বাণী-৫৯ এর অংশ (স্বর্গে আরোহণ)

এখানে মহাগুরু রমিজ মহাজ্ঞান দ্বারা আত্মশাসনের মাধ্যমে মনের যাবতীয় ভেজাল দূর করে আত্মাকে বিজয়ী হওয়ার কথা বলেছেন। সাধারণতঃ *মনই আত্মাকে ষড়রিপু, বিভিন্ন ধরণের পাপ, ইন্দ্রিয়াদির প্রতি আসক্ত করে*। ফলে, মানবাত্মা কলুষিত হয়ে যায় এবং কুকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। আর এ কর্মকান্ডই মানবাত্মার ভেজাল স্বরূপ।

এ সমস্ত ভেজাল দূর করার জন্য মহাগুরু রমিজের আদেশ মোতাবেক জ্ঞানের সেবক হয়ে মহাজ্ঞান অর্জন করতঃ উক্ত জ্ঞান দ্বারা আত্মশাসনে বা নিজেকে নিজে শাসন করে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করার আভাস দিয়েছেন। তবে জ্ঞান সাধন করতে হলে আরেকজন মহাজ্ঞানীর সঙ্গ করতঃ তাঁর মতবাদ অনুযায়ী কর্ম করতে হবে। আর সেইজন্যই হচ্ছেন একজন সদ্‌গুরু (মহাজ্ঞানী)। এই সদ্‌গুরুর আদেশ-নির্দেশ মতে আজীবন অবিরাম কর্ম করলেই জ্ঞান আহরণ করতঃ বিবেক দ্বারা সকল ভেজাল (সর্বপাপ) দূর করা সম্ভব।

সর্বশেষে গুরু রমিজের নীতির ৫ম বৈশিষ্ট্য মতে সদ্‌গুরুর মাধ্যমে (মহাজ্ঞানী ব্যক্তি) কর্ম করতঃ জ্ঞান সাধনা করতে হবে। কারণ, জ্ঞান সাধনা ব্যতীত আত্মার ভুল সংশোধন করা সম্ভব নয়। আর ইহার জন্য একজন চেতন গুরুর অবশ্যই প্রয়োজন।